যুগান্তর

তারিখ ::: 2 0 MAY 2005
পৃষ্ঠা ~ ১ ~ কলাম ~ ১

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গ্রেডিংয়ের আওতায় আনা হচ্ছে

শিক্ষার মানোন্নয়নে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল চূড়ান্ত

শফিকুল ইসলাম

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান এবং তাদের স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে। তাদের শিক্ষার মান ও অর্জিত গ্রেডিং জনসম্মুখে টানিয়ে দেয়া হবে। বন্ধ করে দেয়া হবে উচ্চ শিক্ষার নামে সার্টিফিকেট বিক্রির ব্যবসা। এজন্য চূড়ান্ত করা হয়েছে একটি 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল কাঠামো'। আজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় বৈঠকে এর পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়া হবে বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো থেকে জানা যায়, প্রস্তাবিত অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল কাঠামোতে একজন পূর্ণকালীন চেয়ারপারসনের নেতৃত্বে ৩২ সদস্যের একটি সাধারণ পরিষদ থাকবে। এ সাধারণ পরিষদই নির্ধারণ করবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মানের ওপর ভিত্তি করে 'এ বি সি ডি' প্রভৃতি গ্রেডিং।

জানা যায়, এই প্রস্তাবিত অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল

আওতায় : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

আওতায় : গ্রেডিংয়ের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চূড়ান্ত হলে বাধ্যতামূলক সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এর সদস্য হতে হবে। সদস্যভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়মিত ব্যবধানে তাদের নিজস্ব একাডেমিক কর্মসূচিগুলো সম্পর্কে স্বনির্ধারণী মূল্যায়ন এবং সমালোচনামূলক পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট কাউন্সিলে জমা দিতে হবে। কাউন্সিল সে রিপোর্টগুলো বহিরাগত (এক্সটার্নাল) উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন নিরীক্ষক দিয়ে তাদের কার্যক্রম মূল্যায়ন করবে এবং মূল্যায়ন ফলাফল সর্বসমক্ষে প্রচার করা হবে। যাতে করে ছাত্র, অভিভাবক এবং অন্যরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

সূত্র জানায়, সাধারণ পরিষদের চেয়ারপারসন মনোনয়নের জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটি তিন সদস্যের বিশিষ্ট একটি প্যানেল গঠন করবে। এখান থেকেই চ্যান্সেলর একজনকে পাঁচ বছরের নিয়োগ দেবেন। এ পদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কমপক্ষে ২৫ বছরের শিক্ষকতা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ হতে হবে। কেউই দ্বিতীয়বারের জন্য চেয়ারপারসন মনোনীত হতে পারবে না। সাধারণ পরিষদভুক্ত সদস্যরা সাতটি গ্রুপ থেকে বিভিন্ন মেয়াদে চ্যান্সেলর, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিসি দ্বারা মনোনীত হবেন। সদস্যরা প্রত্যেকেই দু'বছরের জন্য মনোনীত হবেন। এছাড়াও এফবিসিসিআই, এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন, বিজিএমইএ, টি এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল, কৃষিবিদ ইন্সটিটিউট, ইকোনমিক এসোসিয়েশন, বার কাউন্সিল, কম্পিউটার সোসাইটি, ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টসসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিও এ সাধারণ পরিষদে চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত হবেন। অধিকন্তু চ্যান্সেলর আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মান নিরূপণ, নিশ্চিতকরণ সংগঠন এবং শিক্ষাগত মান নিশ্চিতকরণ সংস্থাগুলো থেকে তিনজন প্রতিনিধিকে দু'বছরের জন্য মনোনীত করবেন।

এছাড়াও সাধারণ পরিষদের চেয়ারপারসনের নেতৃত্বে আট সদস্যের একটি নির্বাহী কমিটি থাকবে। এই নির্বাহী কমিটিই উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন নিরীক্ষক দল নিয়োগ দেবে। এই নিরীক্ষক দলের পরিদর্শন রিপোর্ট, কর্মসূচি কমিটির সুপারিশমালা এবং মান নিশ্চিতকরণের ফলাফল সর্বত্র [illegible] [illegible] এই নির্বাহী কমিটি [illegible] [illegible]

এই কাউন্সিলে রাখা হবে সেটাই মুখ্য বিষয় হিসেবে দেখা জরুরি। কেননা, একাডেমিক পারফরম্যান্স মূল্যায়নের জন্য দরকার সে ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন যোগ্য একাডেমিক ব্যক্তিবর্গ। তাদের নিরপেক্ষভাবে কাজ করার স্বাধীনতাও দিতে হবে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রস্তাবিত অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল কাঠামোতে অধিকমাত্রায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সাধারণ পরিষদ থেকে শুরু করে বাকি সাতটি গ্রুপের গঠন প্রক্রিয়া পুরোপুরি মনোনয়নে নির্ভর প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে সরকার ক্ষমতায় থাকবে, সে সরকার সমর্থকরাই এসব পদে মনোনীত হবেন- এটাই সাধারণ নিয়মে পরিণত হবে। ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠানটি 'রাজনৈতিক অনুগত প্রতিষ্ঠানে' পরিণত হতে পারে বলে তারা মন্তব্য করেন।

[illegible]

তিনবার সভায় মিলিত হবে।

জানা যায়, প্রস্তাবিত অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল কাঠামোতে প্রতিটি বিষয় যেমন- ব্যবসায় প্রশাসন, প্রকৌশল, মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ফলিত বিজ্ঞান, আইন, জীববিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ভিত্তিক কর্মসূচি কমিটি থাকবে। এসব কমিটিতে একজন সভাপতি এবং চারজন সদস্য থাকবে। ডিগ্রি কর্মসূচির প্রতিটি আবেদনপত্রের ভিত্তিতে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন নিরীক্ষক দল গঠনের জন্য কর্মসূচি কমিটি নির্বাহী কমিটির কাছে সুপারিশ করবে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিষয়ের সার্বিক মান মূল্যায়ন করে এ, বি, সি, ডি গ্রেডিং করা হবে। অর্জিত এসব গ্রেডিং জনসম্মুখে টানিয়ে দেয়া হবে। পাশাপাশি কাউন্সিলের নিজস্ব ওয়েবসাইটেও প্রদর্শন করা হবে। এ থেকে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের অভিভাবক এবং জনসাধারণ বুঝতে পারবে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিষয় কোন মানের পর্যায়ে আছে।

প্রস্তাবিত শিক্ষার মানোন্নয়নে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (এনইউবি) কোষাধ্যক্ষ ড. আবুবকর সিদ্দিক যুগান্তরকে বলেন, অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত। এখানে বেশিমাত্রায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ [illegible]